তারিখ ৭/১০/২০০০
পৃষ্ঠা ৭২ ৪

75

ভোরের কাগজ

চ.বি. সিনেট সভা অবশেষে বাতিল
আলোচনার জন্য উপাচার্য ঢাকায়

শাহাবউদ্দিন নীপু, চ.বি থেকে : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল আলোচিত আগামী ১৭ নভেম্বর আহূত সিনেট সভা অবশেষে বাতিল করা হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর ১৪ বছরের পুরোনো এবং কার্যত অকার্যকর এই সিনেটের সভা আহ্বানের ঘোষণা দেওয়ার পর তীব্র সমালোচনা এবং শিক্ষক সমিতিসহ গোলাপী ও সাদা দলের শিক্ষকদের তীব্র চাপের মুখে থেকে এক সপ্তাহের মাথায় উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল ঐ ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেন।

এদিকে উপাচার্য গত রাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গেছেন। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, সিনেট সভা আহ্বান, তা প্রত্যাহার, পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার জন্য তিনি ঢাকা গেছেন। উল্লেখ্য, উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান গতকাল তার দায়িত্বের ৪ বছর পূর্ণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের বাইরে 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত' শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় পরবর্তী উপাচার্য নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্বে থাকবেন।

শিক্ষক সমিতির সভা আহ্বানের এক দিনের মাথায় উপাচার্যের সিনেট সভা প্রত্যাহারের ঘোষণাকে 'চাপের মুখে প্রত্যাহার' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষক সমিতির প্রভাবশালী এক নেতা। গোলাপী দলের ঐ শিক্ষক নেতা বলেন, 'গোলাপী ও সাদা দলের শিক্ষকদের পৃথক পৃথক প্রতিবাদ এবং সমালোচনার পর উপাচার্য পুনরায় সমালোচিত এবং প্রতিবাদের মুখে পড়ার আশঙ্কায় আহূত সভা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।' শিক্ষক সমিতি আগামীকাল বুধবার সকাল ১০টায় বিজ্ঞান অনুষদের ১নং গ্যালারিতে বৈঠকে বসছে। উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান অবশ্য এ আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন। এ প্রতিবেদককে তিনি বলেন, 'অনিবার্য কারণবশত সিনেট সভা বাতিল করা হয়েছে।'

এদিকে সিনেট সভা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষক সমিতি আগামীকাল তাদের পূর্বনির্ধারিত সভা করবে। শিক্ষক সমিতির সভাপতি বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন বলেন, 'শিক্ষক সমিতির সভা হবে। প্রয়োজনে আমরা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।' উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির আহূত এ সভার একমাত্র এজেন্ডা 'সিনেট সভা আহ্বান বিষয়ে আলোচনা।'

আহূত সিনেট সভা বাতিল হওয়ায় হতাশ হয়েছেন সাদা দলের জামাত-বিএনপি পন্থী শিক্ষকরা। উপাচার্য প্যানেল গঠন নিয়ে তারা বর্তমান প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতা করে কিছু সুবিধা আদায়ের যে ফন্দি এঁটেছিলেন তা এতে ভেস্তে গেছে। ঐ অবস্থায় তাঁরা প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে আছেন বলে সূত্র জানায়।